আজকের কাগজ

তারিখ 14 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... . কলাম ... ...

05

বেসরকারি স্কুল ও শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত

লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ দেশের বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষক ধর্মঘটের আজ ২৯ দিন চলছে। শিক্ষকদের অনির্দিষ্ট ধর্মঘটের মুখে মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের বেসরকারি স্কুলগুলোর লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দু'মাস অতিবাহিত হতে চললেও নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পাশাপাশি নগন্য হলেও সরকারি স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাস চলছে। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা বেসরকারি স্কুলের সতীর্থদের চেয়ে পড়ালেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে ছেলেমেয়ের শিক্ষাজীবন নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শেষ নেই। উদ্বিগ্ন এসব অভিভাবকরা খবরের কাগজগুলোর পৃষ্ঠা ঘুরিয়ে প্রথমেই শিক্ষক ধর্মঘট অবসানের খোঁজ নিয়ে থাকেন। এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বিএ, বিএসসি ও বিকম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতা বিরাজ করছে। জানা যায়, রাজধানীর অনেক বেসরকারি কলেজ এখনও ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি। ফলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ হতাশা বিরাজ করছে।

বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট অবসানে প্রথম দিকে কিছু উদ্যোগ নেয়া হলেও বর্তমানে সেরকম কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকার ইতিমধ্যে শিক্ষকদের একটি অংশের সমঝোতা করে নিয়েছে। শিক্ষক সমিতি ঐক্য ফ্রন্টের ব্যানার বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষুদ্র এ দাবি-দাওয়া আদায়ে কর্মসূচি দিলেও চলমান ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সরকারকে সহায়তা করে। কিন্তু শিক্ষকদের ব্যাপক অংশ এখনও আন্দোলনে অনড় এ অংশ দাবি আদায়ের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ছাড়া ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে না। সরকার ও ধর্মঘটী শিক্ষকদের অবস্থান বর্তমানে বিপরীত মেরুতে। সরকার একদিকে শিক্ষকদের দাবিকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করছেন। অন্যদিকে দাবি আদায়ে অনড়। রাজধানীসহ সারা দেশে শিক্ষকরা দাবির সমর্থনে মিছিল ও সমাবেশ করছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চলমান আন্দোলনের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে এক সভায় মিলিত হচ্ছে। শিক্ষক সমিতি অপর এক বিবৃতিতে বলেছে, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। অন্যথায় শিক্ষকরা এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায়ও হরতালের কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বেসরকারি শিক্ষক সমিতি আহূত ধর্মঘটের ফলে জাতীয় শিক্ষা জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকার ও ধর্মঘটী শিক্ষকদের আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার আহবান জানিয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি অপর এক বিবৃতিতে দেশের শিক্ষার্থীদের অনিশ্চিত শিক্ষাজীবনসহ শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক ধর্মঘট সংকট নিরসনে উদ্যোগ নেয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।